গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭১.২৭.০৩০.১৭(অংশ-৪)-৪৮

তারিখঃ ১৪ মাঘ ১৪৩০ / ২৮ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়ঃ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক দখল সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর স্মারক নং-০৩.০০.০০০০.০৭২.২৭.০০৩.২২-০১; তারিখ: ০২/০১/২০২৪ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তক্রমে আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৮ (আট) পৃষ্ঠা।

২৮/১/২০২৪
(মোঃ আব্দুর রাফিউল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৪০৯
ই-মেইল: lgcc2@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।

অনুলিপি-সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.০০০০.০৭২.২৭.০০৩.২২-০৯

তারিখ .....১৮ পৌষ ১৪৩০.....
০২ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক দখল সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার একজন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে একটি সড়কের গতিপথ কৌশলে পরিবর্তন করে পূর্বের সড়কটি দখল বিষয়ে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বাসন থানাধীন ১৫ নং ভোগড়া ওয়ার্ডে শহীদ হুরমত উল্লাহর নামে একটি আরসিসি সড়ক আছে। কিন্তু, এ সড়কটির সামান্য গতিপথ পরিবর্তনপূর্বক গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৭ তম বোর্ড সভায় নতুন একটি সড়ক প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে পূর্বের সড়কের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা অভিযোগকারী একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জনাব মাহবুব আলমের (০১৭২০২৫৬৮৩২) জমি দখল করা হয় এবং পূর্বের আরসিসি সড়কটির একাংশ দেয়াল তুলে দখলপূর্বক পাশ্ববর্তী ব্রাদার্স ফ্যাশন ফ্যাক্টরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দখলকৃত আরসিসি সড়কাংশের নিচ দিয়ে গ্যাস লাইন, ড্রেনেজ লাইন, ফুটপাত রয়েছে মর্মে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়।

এমতাবস্থায়, বিষয়োল্লিখিত অভিযোগপত্রটি গুরুত্ব সহকারে তদন্তপূর্বক প্রকৃত তথ্য এ কার্যালয়কে দ্রুত সময়ে অবহিতকরণ এবং অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে দায় নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগপত্রটি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নং ঃ.....
তারিখঃ 8/1/24
স্বাক্ষর

০২/০১/২০২৪

(দেবাশিস কুমার দাস)
পরিচালক-৫
ফোন : ৫৫০২৯৪২৫
ই-মেইল: dir5@pmo.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর.....তারিখঃ.....
১। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-১
২। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-২
৩। নগর উন্নয়ন-১
৪। নগর উন্নয়ন-২
যুগ্মসচিব (নঃউঃ-১) অধিশাখা

অনুলিপি :

০১. মাননীয় মেয়র, গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজিপুর
০২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. জনাব মাহবুব আলম, হোল্ডিং নং-১৫, শহীদ হুরমত উল্লাহ সড়ক, ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-১৫, গাজিপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
০৫. অফিস কপি

নম্বর নং.....তারিখ 4/1/24
১। যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-১)
২। যুগ্ম-সচিব (নঃউ-২)
৩। উপ-সচিব (সিঃকঃ১/২)
৪। উপ-সচিব (পৌর-১/২)

মহাপরিচালক-১/২/৩/৪

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পরিচালক-১৪ শাখা
ডাইরী নং ১৮৬৭
তারিখ ১৪/০৯/২৩

৮/১০/২৩

তারিখ : ১৬/৮/২০২৩
বরাবর,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, ঢাকা

বিষয় :মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক দখল প্রসঙ্গে

বিনীত নিবেদন এই যে,আমি মো: মাহবুব আলম (৫৫), পিতা-মৃত-মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সবুর (রাজ্জাক), সাং-ভোগড়া ১৫ নম্বর ওয়ার্ড, থানা-বাসন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। একইসাথে আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯ শে মার্চের সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রথম শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হুরমত উল্লাহর ভাতিজা। শহীদ হুরমত আলীর নামে ভোগড়া মৌজায় একটি সড়ক রয়েছে, যার নাম শহীদ হুরমত উল্লাহ সড়ক। সড়কটি উদ্ধোধন করেন তৎকালিন সংসদ সদস্য প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্ল্যাহ মাষ্টার। পরবর্তীতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সড়কটি আরসিসি ঢালাই (পাকা রাস্তা) করা হয়। কিন্তু কয়েকমাস আগে সড়কটির একাংশ কয়েকফুট উচু বাউন্ডারি দিয়ে দখল করে নেয়া হয়েছে। দখলদার স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা আফজাল হোসেন রিপন সরকার। যার ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস পায়না। রিপন সরকার সড়কটি দখল করে নিজ গার্মেন্টসের আওতাভুক্ত করে নেন। যদিও তিনি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা দখলকে দখল না বলে গতিপথ বদলের দাবি করছেন এবং এর দায়ভার দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উপর। এজন্য তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৭ তম বোর্ড সভার অনুমোদন দেখান এবং এই অনুমোদনকে তিনি মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়কটি দখল হয়নি বলে দাবি করেন।

বাস্তবে ঘটনা হচ্ছে-

১. সিটি কর্পোরেশনের ২৭ তম বোর্ড সভায় কৌশল অবলম্বন করে প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে, "ব্রাদার্স ফ্যাশন ফ্যাক্টরীর পিছন হতে হুরমত সড়ক পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান" । বাস্তবে এর পাশেই শহীদ হুরমত সড়ক আরসিসি ঢালাই করা। সিটি কর্পোরেশনের টাকায় আরসিসি ঢালাই করা এই অংশটুকু দখল করে বাউন্ডারি দেয়া হয়েছে। মুলত, মুক্তিযোদ্ধার নামে দখল করা রাস্তাটির দখলদারিত্ব ধামাচাপা দিতে কৌশলে হুরমত সড়কের নাম গোপন রেখে পাশের আমার জমি দখল করতে নতুন নাম দিয়ে সিটি কর্পোরেশন থেকে পুনরায় বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। এজন্য স্থানীয় কাউন্সিলর ফয়সাল সরকারের ভুমিকাও রয়েছে। কারন তিনি একই বংশের লোক এবং দখলদারের নিকটাত্মীয়ও।

২. হুরমত উল্লাহ সড়কের যে অংশ বাউন্ডারি দিয়ে দখল করা হয়েছে, সেটি সিটি কর্পোরেশনের টাকায় ড্রেনেজ লাইন ও ফুটপাথসহ আরসিসি ঢালাই করা। পাশাপাশি নির্মিত সড়কটির নিচ দিয়ে গ্যাস লাইনও রয়েছে। এই রাস্তা নির্মান করা কি তাহলে ভুল ছিল? ভুল থাকলে সেই দায়ভার কার এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

৩. দখলদার রিপন সরকার রাস্তার গতিপথ বদলে শহীদ হুরমত পরিবারের আবেদনের কথা দাবি করলেও বাস্তবে এটি সত্য নয়। বরং দখলদার শহীদ পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি ও হুমকির মুখে আবেদন করতে বাধ্য করেছেন। যদিও ভয়ে এ নিয়ে আবেদনকারি সাইফুল ইসলাম ও তার পরিবারের কেউ প্রকাশ্যে ভিন্ন কথা বলেন। তবে গোপনে জিজ্ঞাসা করলে কিংবা জীবনের নিরাপত্তা পেলে আসল সত্য বেরিয়ে (আবেদনে সাক্ষর নেয়া হয়েছে ভয়ভীতি দেখিয়ে) আসবে। যেটি দৈনিক কালবেলা পত্রিকার প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে।

মহাপরিচালক-২
ডাইরী নং ঃ
তারিখ ঃ ১০/১০/২৩
স্বাক্ষর ঃ
পরিচালক ১৬/৮/৭/৮

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পরিচালক-৫
ডাইরী নম্বর-১২
তারিখ

৪. শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক দখলের তথ্য যদি মিথ্যা-ই হয়, তাহলে দৈনিক কালবেলা পত্রিকার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিবেদনের অভিযোগে মামলা করা হলো না কেন? এমনকি প্রতিবাদও দেয়ার সাহসও হয়নি দখলদার রিপন সরকারের।

৫. আমি আশঙ্কা করছি, দখলদার রিপন সরকার রাতের আধারে সড়কের আরসিসি ঢালাই খুলে ফেলতে পারে বা উঠিয়ে নিতে পারে। যাতে করে আলামত ধ্বংস হয় বা দেখা না যায়। তাই দ্রুত সরেজমিন তদন্ত করে সত্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ করছি। যদিও পুরো রাস্তার ভিডিও চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

৬. যদি ধরে নেই মুক্তিযোদ্ধা পরিবার রাস্তার গতিপথ বদলে আবেদন করেছেন। কিন্তু ইচ্ছা করলেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে চলমান এবং পাকা সড়ক, পরিবার কিংবা ব্যাক্তির আবেদনের ভিত্তিতে গতিপথ বদলে যেতে পারে কিনা?

৭. শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক দখলের বিরুদ্ধে আমি যখন সোচ্চার-ঠিক তখন-ই দখলদার রিপন সরকার তড়িঘড়ি করে নির্মিত এবং দখল হওয়া রাস্তার পাশে থাকা আমার জমির উপর দিয়ে নতুন রাস্তা ও ড্রেন নির্মান শুরু করে। যে রাস্তার প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে ব্রাদার্স ফ্যাশন ফ্যাক্টরীর পিছন হইতে হুরমত সড়ক পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান। পাশাপাশি স্থানীয় বিদুৎ বিভাগকে দিয়ে দখল হওয়া রাস্তার অংশে থাকা বিদুৎয়ের খুটি ও লাইন জোরপুর্বকভাবে সরিয়ে আমার জমিতে (যেখান দিয়ে নতুন করে রাস্তা নির্মান করা হচ্ছে) স্থাপন করিয়েছে।

৮. শহীদ পরিবারের সদস্য হিসাবে কোনভাবেই মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক দখল মেনে নিতে পারিনা এবং রাষ্ট্রের সাধারন মানুষ হিসাবে দখলদারের বিচার চাই। পাশাপাশি দখল উচ্ছেদে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাই।

দখলদার ও তার লোকজন প্রতিনিয়ত শহীদ পরিবারকে হুমকি-ধামকি দিয়ে একটি শেখানো স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার ক্ষমতায় থাকতে, একজন আওয়ামীলীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধার নামের সড়ক দখল করে নিতে পারে-এটি অকল্পনীয়। মুক্তিযোদ্ধার নামে গড়ে তোলা সড়ক এভাবে দিনে দুপুরে বাউন্ডারি দিয়ে দখল করা হলেও প্রশাসন এখনও কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। এ নিয়ে প্রশাসনের সব দফতরে আমি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

অতএব, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।

বিনীত

মাহবুব আলম
০১৭২০২৫৬৮৩২

দৈনিক কালবেলা (/)

Image View Text View Download Image

মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক আ.লীগ নেতার দখলে

দেয়াল তুলে আটকে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার নামের সড়কটি

সানাউল হক সানী

একাত্তরে টগবগে যুবক হুরমত আলী। গাজীপুরে ফুটবলার হিসেবে নামডাক তার। স্বপ্ন দেখেন বড় খেলোয়াড় হবেন। এর মধ্যে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি। উত্তাল গাজীপুর। বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করতে ১৯ মার্চ ঢাকা থেকে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে যায় পাকিস্তানি সেনারা। খবর ছড়ালে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয় জনতা। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন হুরমত আলী। গুলি চালায় পাকিস্তানিরা। উড়ে যায় হুরমতের খুলি। গাজীপুরে প্রথম শহীদ হন হুরমত। সেই আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান দেখাতে ১৯৭৩ সালে গাজীপুর চৌরাস্তায় স্থাপিত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম ভাস্কর্য 'জাগ্রত চৌরঙ্গী'। ২০০০ সালে হুরমতের বাসভবনের পাশে

কালবেলা

এরপর পৃষ্ঠা ৯ ▸ কলাম ৪

মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

শহীদ হুরমত আলী নামে একটি সড়কও হয়। কিন্তু হুরমতের সম্মান রাখলেন না আওয়ামী লীগ নেতা এবং মহানগরের সাবেক সহসভাপতি মো. আফজাল হোসেন সরকার রিপন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন সেই সড়ক দখলে নিয়েছেন তিনি। এমনকি হুরমত আলীর ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. সবুর রাজ্জাকের পরিবারের সম্পত্তিও দখলে নিয়েছেন ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের সাবেক এভিপি। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিভিন্ন সময়ে মারধর ও হুমকি-ধমকির শিকার হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটির সদস্যরা।

গাজীপুরের বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জানান, জয়দেবপুরের ভোগড়া নিবাসী ছবেদ উল্লাহর ছেলে হুরমত। পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি সেনাদের অস্ত্র নিয়ে যাবে—এ খবর পেয়ে ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে জড়ো হয়েছিল হুরমতের মতো হাজার হাজার জনতা। পাকিস্তানিরা ঢাকায় ফেরার পথে সাধারণ জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। হুরমত উল্লাহ একজন পাকিস্তানি সেনাকে জাপটে ধরে রাইফেল ছিনিয়ে নেন। কিন্তু হুরমত জানতেন না কীভাবে রাইফেল চালাতে হয়। তা দেখে এক পাকিস্তানি সেনা হুরমতকে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়।

সরেজমিন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভোগড়া এলাকার শহীদ হুরমত সড়ক ঘুরে দেখা গেছে দখলের চিত্র। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভোগড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে কফিল উদ্দিন মেম্বারের বাড়ির দিকে চলে গেছে এ সড়ক। সড়কে প্রবেশের শুরুতেই রয়েছে শহীদ হুরমতের কবর। পাশেই তার নামে একটি মসজিদ। এখানেই একটি বাড়িতে বাস করে শহীদ হুরমতের পরিবার ও পরবর্তী প্রজন্ম। ২০০০ সালে গাজীপুরের সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার সড়কটির উদ্বোধন করেন। শহীদ হুরমতের নামে সড়কটির নামকরণও করেন তিনি। পরে রাস্তাটির দেখভালের দায়িত্ব পড়ে সিটি করপোরেশনের ওপর। কিন্তু ২০১৯ সালেই এ রাস্তায় নজর পড়ে আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল হোসেন সরকার রিপনের।

২০১৯ সালে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয় সিটি করপোরেশন। আহ্বান করা হয় টেন্ডার। কাজ শুরু হলে প্রভাব খাটিয়ে হুরমত সড়কের নকশা না মেনে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার জন্য চাপ দেন রিপন। মূল সড়কটি এখন রিপন সরকারের গার্মেন্টের গ্যারেজ এবং মাল ওঠানামার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারপাশে দেয়াল তুলে আটকে ফেলা হয়েছে সড়কটি। রাস্তা রেখে মানুষকে চলাচল করতে হচ্ছে ফুটপাত দিয়ে।

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হুরমতের ভাতিজা মো. মাহবুব আলম বলেন, 'আমার চাচা গাজীপুরে সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রথম শহীদ। বাবাও বীর মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু আমাদের পারিবারিক কিছু সম্পত্তি দখল করেছেন রিপন সরকার। চাচার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রয়াত এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টার একটি রাস্তার নামকরণ করেছিলেন। সেই রাস্তাটিও দখল করেছেন। তাতে এখন কেউ চলাচল করতে পারে না। এখন রিপন সরকারের নজর পড়েছে আমাদের বাকি সম্পত্তিতে। বাড়ি বাড়াতে দিচ্ছেন না। নির্মাণ বন্ধ

থেকে শুরু করে গাজীপুরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র বরাবর অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু রিপন সরকার কিছুই পাত্তা দিচ্ছেন না।'

ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহীদ হুরমত পরিবারের আরেক ব্যক্তি। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি বেদখল হয়ে গেছে। কিছু বলার নেই। রিপন সরকার অনেক প্রভাবশালী। কথা বলে বিপদে পড়ে কী লাভ! তিনি তো মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দেন না, অবদানও স্বীকার করেন না।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আফজাল হোসেন সরকার রিপন কালবেলাকে বলেন, 'রাস্তার ক্ষমতা সিটি করপোরেশনের। আমি দখলে নেওয়ার কে? এখানে ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব আছে। বোনের সম্পত্তি আমি কিনেছি। তাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে। এলাকার মানুষ আবেদন করেছে বলে রাস্তা পরিবর্তন করেছে সিটি করপোরেশন।'

দখল হওয়া সড়কটি দেয়াল দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে—এ প্রশ্নে তিনি বলেন, 'মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তাটি সুন্দর করা হয়েছে। আমার দখলের কোনো বিষয় নেই। সিটি করপোরেশনের অনুমোদন ছাড়া রাস্তা বদলানোর সুযোগ নেই। এটি আগে ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা ছিল। মানুষের জমির ওপর দিয়ে ছিল। এখন এটি করপোরেশনের।'

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

text=h
id=11(

(https://epaper.kalbela.com/)

প্রধান সম্পাদক : আবেদ খান | সম্পাদক ও প্রকাশক : সন্তোষ শর্মা | স্বত্ব © ২০২২ কালবেলা
প্রধান কার্যালয়: ৪৪/১, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, লেভেল-৬, রহিম স্কয়ার, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন নম্বর :+৮৮০২৫৫১৬১৬৬২, +৮৮০২৫৫১৬১৬৬৩, ফ্যাক্স :+৮৮০২৫৫১৬১৬৬৪

প্রকাশনার ২৫ বছর

মুক্ত চিন্তার দৈনিক

আজকালের খবর

The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

বুধবার ▌ঢাকা ▌২৮ ডিসেম্বর ২০২২ ▌১৩ পৌষ ১৪২৯ ▌৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ ▌রেজি. নং ডিএ-৩০১২ ▌বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩ ▌১২ পৃষ্ঠা ৭ টাকা

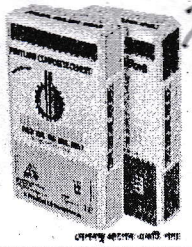

গাজীপুরে আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধার নামের সড়ক দখলের অভিযোগ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজীপুরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হুরমত উল্লাহ নামে নামকরণকৃত সড়কটি দখলের অভিযোগ উঠেছে। সড়কটির অবস্থান গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া মৌজায়। শহীদ পরিবারের সদস্য মাহবুব আলম গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। এ সময় তিনি সড়কটির দখল উচ্ছেদে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দেওয়া লিখিত অভিযোগের কপিও তুলে ধরেন।

মাহবুব আলম বলেন, ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ আমার চাচা হুরমত উল্লাহ গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পাকবাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই হুরমত উল্লাহ মারা যান। তা এই বীরত্বগাথা ইতিহাসের পাতায় লিখা আছে। পরবর্তীতে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার শহীদ হুরমত উল্লাহ সড়ক ও হুরমত উল্লাহ মসজিদ নির্মাণ করে। প্রতিবছর বিশেষ দিনে শহীদ হুরমত উল্লাহ'র কবরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এমন একজন ব্যক্তির নামে গড়ে তোলা সড়কটির প্রায় ১০০ ফিট চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে দখল করে নেয়া হয়েছে। যে সড়কটি উদ্বোধন করেন প্রয়াত সংসদ সদস্য শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার। সিটি করপোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন এই সড়কটি আরসিসি ঢালাই করা; যা বর্তমানেও দৃশ্যমান। দিনে-দুপুরে সড়কটির দখল করে চারপাশে বাউন্ডারি দেওয়া হলেও প্রশাসন নীরব। রিপন সরকার নামে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হুরমত উল্লাহ নামের সড়কটি দখল করে নিজ গার্মেন্টসের আওতাভুক্ত করে নেন। যদিও তিনি রাস্তা দখলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবেদনের কথা বলেন। বাস্তবে ভয়ভীতি দেখিয়ে তিনি এই অপকর্ম করেছেন। মাহবুব বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের সরকার। অথচ তার দলের লোকজন এমন অপকর্ম করবে, এটা হয়তো অনেকের কাছে বিশ্বাস হবে না। বাস্তবে তদন্ত করে সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তিনি।

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২
১৩ পৌষ ১৪২৯ | ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৪
বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩৪৫
১২ পৃষ্ঠা ৮
dailysokalersomoy.com
dailysokalersomoy

আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধার নামের সড়ক দখলের অভিযোগ

সকালের সময় প্রতিবেদক

গাজীপুরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে নামকরণকৃত সড়কটি দখলের অভিযোগ উঠেছে। সড়কটির অবস্থান গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া মৌজায়। শহীদ পরিবারের সদস্য মাহবুব আলম গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। এ সময় তিনি সড়কটির দখল উচ্ছেদে সরকারের বিভিন্ন দফতরে দেয়া লিখিত অভিযোগের কপিও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ আমার চাচা হুরমত উল্লাহ গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পাকবাহিনীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই হুরমত উল্লাহ মারা যান। এই বীরত্ব গাঁথা ইতিহাসের পাতায় লিখা আছে। পরবর্তীতে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার শহীদ হুরমত উল্লাহ সড়ক ও হুরমত উল্লাহ মসজিদ নির্মাণ করে। প্রতিবছর বিশেষ দিনে শহীদ হুরমত উল্লাহ'র কবরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এমন একজন ব্যক্তির নামে গড়ে তোলা সড়কটির প্রায় একশ ফিট বাউন্ডারি দিয়ে দখল করে নেয়া হয়েছে। যে সড়কটি উদ্বোধন করেন প্রয়াত সংসদ সদস্য শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার।

সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন এই সড়কটি আরসিসি ঢালাই করা। যা বর্তমানেও দৃশ্যমান। দিনে-দুপুরে সড়কটির দখল করে চারপাশে বাউন্ডারি দেয়া হলেও প্রশাসন নীরব। রিপন সরকার নামে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হুরমত উল্লাহ নামের সড়কটি দখল করে নিজ গার্মেন্টসের আওতাভুক্ত করে নেন। যদিও তিনি রাস্তা দখলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবেদনের কথা বলেন। বাস্তবে ভয়ভীতি দেখিয়ে তিনি এই অপকর্ম করেছেন। তার এই দাবির অযৌক্তিকতা হচ্ছে– মুক্তিযোদ্ধার নামে যে সড়ক, সেটি কখনও পরিবার কিংবা ব্যক্তি পরিবর্তনের দাবি করতে পারে কিনা? রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এমন বিষয়টিকে ভিন্নখাতে নিতে দখলদার ও তার লোকজন শহীদ হুরমত পরিবারের উপর দায়ভার চাপানোর অপচেষ্টা করছে। তার এই দাবি যেমন সত্য নয়, তেমনি এটিও সত্য যে, দখলদার ও তার লোকজন প্রতিনিয়ত শহীদ পরিবারকে হুমকি-ধমকি দিয়ে একটি শেখানো স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছে।

মাহবুব বলেন, তার তথ্য যদি সত্য হয়– তাহলে সড়কটি নির্মাণে যে অর্থ খরচ হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণ কে দেবে? কিংবা বছরের পর বছর ধরে মানুষের কাছে পরিচিত সড়কটি নির্মাণের সময় সরকার তথা সিটি কর্পোরেশন কি তাহলে ভুল করেছিল? পাশাপাশি আরেকটি বিষয় বলতে চাই, মুক্তিযোদ্ধা হুরমত উল্লাহ'র নামে যে সড়কটি দখল করা হয়েছে– এটি দখলদার মুক্ত করা এখন শুধু পরিবারের দাবি নয়, রাষ্ট্রের বিষয়ও। তাই রাষ্ট্র এ বিষয়ে সোচ্চার হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সোচ্চার না হলে ব্যক্তি বা পরিবার হিসাবে আমাদের কিছুই করার নেই। বরং এটি মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান বলেই মনে করছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের সরকার। অথচ তার দলের লোকজন এমন অপকর্ম করবে, এটা হয়তো অনেকের কাছে বিশ্বাস হবে না। বাস্তবে তদন্ত করে সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তিনি।